সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থায় অনুসৃত
উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) সঙ্কলন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থায় অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের **(best practices)** সঙ্কলন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

মুখবন্ধ

গণখাত, বিশেষত জনপ্রশাসন-ব্যবস্থা দ্রুতপরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধিষ্ণু বহুমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। কিছুদিন আগেও উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারের ভূমিকা সংকোচনের বিষয়টি বহুলভাবে আলোচিত হলেও সাম্প্রতিককালে সরকারের দায়-দায়িত্ব নতুন করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশসমূহের সাফল্য অন্যান্য দেশের জন্য অনুসরণীয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নকামী দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গণখাত বিশেষত জনপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির যথাযথ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন এবং স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি আবশ্যক। সেবা প্রদানে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সৃজনশীলতা অপরিহার্য। আশার কথা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুসৃত নবতর কিছু কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি ইতোমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সেবা গ্রহীতা এবং অন্যান্য অংশীজনের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চা (best practices) অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় হতে পারে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চার সামষ্টিক প্রভাব দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা-সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এগুলির আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থায় অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলি সমন্বিত আকারে প্রকাশিত হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এ সকল উত্তম চর্চা সম্পর্কে অবহিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণে উৎসাহ পাবে। এ আশাবাদ থেকেই সরকারের সচিববৃন্দকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের সংক্ষিপ্ত সার (write-up) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজেদের এবং তাদের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। এ সকল উত্তম চর্চা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সঙ্কলন করে তা সংক্ষিপ্ত আকারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আমার বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এ সঙ্কলনে সন্নিবেশিত উত্তম চর্চাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অনুসরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং একই সঙ্গে কর্ম-পরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়নে নবতর কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রয়াসী হবেন।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	পত্র পৃষ্ঠা
১.০	অর্থ বিভাগ	১-২
২.০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২
৩.০	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩
	৩.১ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর	৩
	৩.২ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	৩
৪.০	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩-৪
৫.০	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪
৬.০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪-৫
৭.০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৫-৬
	৭.১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬
	৭.২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী	৬
	৭.৩ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	৬-৭
৮.০	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৭
	৮.১ পেট্রোবাংলা	৭-৮
	৮.২ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৯
	৮.৩ বিস্ফোরক পরিদপ্তর	৯
	৮.৪ হাইড্রোকার্বন ইউনিট	৯
	৮.৫ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	১০
	৮.৬ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট	১০
৯.০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১০
১০.০	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১
১১.০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১১
১২.০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১২
১৩.০	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১২
১৪.০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১২
	১৪.১ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	১২
	১৪.২ বিনিয়োগ বোর্ড	১৩
	১৪.৩ প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	১৩
	১৪.৪ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	১৩
	১৪.৫ এক্সেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) প্রোগ্রাম	১৩
	১৪.৬ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	১৩
	১৪.৭ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	১৪
১৫.০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪-১৫
১৬.০	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১৬

ক্রমিক নম্বর	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	পত্র পৃষ্ঠা
১৭.০	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬
১৮.০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৬
১৯.০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭
২০.০	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭
২১.০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৭
	২১.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৭
	২১.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	১৮
	২১.৩ যৌথ নদী কমিশন দপ্তর	১৮
	২১.৪ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	১৮
২২.০	পরিকল্পনা বিভাগ	১৮
২৩.০	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৯
২৪.০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৯-২০
২৫.০	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২০
২৬.০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২০-২১
২৭.০	বিদ্যুৎ বিভাগ	২১-২২
২৮.০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২২
	২৮.১ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	২২
	২৮.২ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	২৩
	২৮.৩ হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৩
২৯.০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩
	২৯.১ যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়	২৩-২৪
	২৯.২ আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	২৪
	২৯.৩ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	২৪
	২৯.৪ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৪-২৫
৩০.০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৫
৩১.০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২৫
	৩১.১ পাট অধিদপ্তর	২৬
	৩১.২ বস্ত্র দপ্তর	২৬
	৩১.৩ বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)	২৬
	৩১.৪ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৬
	৩১.৫ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজিএমসি)	২৭
৩২.০	ভূমি মন্ত্রণালয়	২৭-২৮
৩৩.০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৮-৩০
৩৪.০	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০
৩৫.০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩১
৩৬.০	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩১

ক্রমিক নম্বর	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	পত্র পৃষ্ঠা
৩৭.০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়----------	৩২
	৩৭.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর----------	৩২
	৩৭.২ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)----------	৩২
	৩৭.৩ ক্রীড়া পরিদপ্তর----------	৩২
৩৮.০	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়----------	৩৩
৩৯.০	রেলপথ মন্ত্রণালয়----------	৩৩
৪০.০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ----------	৩৩
৪১.০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়----------	৩৪-৩৫
৪২.০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ----------	৩৫
৪৩.০	শিল্প মন্ত্রণালয়----------	৩৬
৪৪.০	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়----------	৩৬
	৪৪.১ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর----------	৩৬
	৪৪.২ আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর----------	৩৬
	৪৪.৩ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর----------	৩৬
৪৫.০	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়----------	৩৭
৪৬.০	সড়ক বিভাগ----------	৩৭
৪৭.০	সেতু বিভাগ----------	৩৭-৩৮
৪৮.০	স্থানীয় সরকার বিভাগ----------	৩৮
	৪৮.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর----------	৩৮
	৪৮.২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর----------	৩৮
	৪৮.৩ খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ----------	৩৯
	৪৮.৪ রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ----------	৩৯
	৪৮.৫ চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ----------	৩৯
৪৯.০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়----------	৩৯-৪২
৫০.০	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়----------	৪৩

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থায় অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের সঙ্কলন

১.০ অর্থ বিভাগ

অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাগণ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহ, আর্থিক ও রাজস্বখাত ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ যথা-বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি, দারিদ্র্য ও অসাম্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পুঁজি বাজার, রাজস্ব বিষয়াবলি (কর স্থিতিস্থাপকতা ও প্লবতা), বাজেট ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও ধারণাপত্র প্রণয়ন করে থাকেন। এসব গবেষণাকর্মের ফলাফল সরকার ও অর্থ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। গবেষণাকর্ম ও ধারণাপত্রের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করা হয়। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়ে এযাবৎ ৫৩ টি ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারণাপত্র হলঃ 'Tax Elasticity and Buoyancy', 'Trade liberalization in Bangladesh : Trends and Strength', বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অসমতা উত্তরণের পথে যাত্রা; Social Safety Nets in Bangladesh : An Analysis and Future Issues ইত্যাদি ধারণাপত্রগুলি কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে পছন্দের বিষয়ে অনুসন্ধানী গবেষণাকর্ম হিসাবে প্রণয়ন করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূক্ষ্ম ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তসহ দেশ-বিদেশের গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে সমস্যাসমূহের গতি-প্রকৃতি, সম্ভাবনা নিরূপণ, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আশুকরণীয় বিষয়সমূহ এতে উল্লেখ থাকে। ধারণাপত্রগুলি বিভাগের পাবলিক ফোল্ডারে (LAN) অন্য সকল কর্মকর্তার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি নির্বাচিত ধারণাপত্রগুলি একত্রিত করে ভলিউম আকারে সংরক্ষণ ও প্রকাশের কাজও চলমান রয়েছে।

অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রায়শই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান করে থাকেন। এসব প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও গৃহীত সুপারিশের আলোকে বিভাগে কর্মরত অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় সাপ্তাহিক উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের উপস্থাপনায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। উপস্থাপনার আলোকে কর্মকর্তাদের প্রদত্ত মতামত/ফিডব্যাক সামগ্রিকভাবে বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। অর্থ বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আইন, বিধি, প্রবিধি, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র এবং সরকারি নির্দেশনাসমূহ সঙ্কলিত করে ই-বুক (e-book) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে (www.mof.gov.bd) প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশব্যাপী সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত অফিসে বিভিন্ন আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে সরকারি আইন, বিধি, সার্কুলার অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ই-বুক এই চাহিদা সফলতার সাথে পূরণ করছে। ই-বুকের ১০ টি অধ্যায়ে (১) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, (২) উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও জনবল, (৩) বাজেট ও মধ্যমেয়াদি বাজেট, (৪) ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব, (৫) বেতন স্কেলসমূহ, (৬) বেতন নির্ধারণ, (৭) ভাতাদি, (৮) অবসর ও পেনশন, (৯) ভবিষ্য তহবিল, (১০) ছুটি বিধি এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। ই-বুকে সঙ্কলিত বিভিন্ন আইন, বিধি ও সার্কুলারের সংখ্যা ৯০০-এর অধিক। ই-বুক অর্থ বিভাগ এবং সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে বিভিন্ন নির্দেশাবলী দ্রুততার সাথে পর্যালোচনা করে ত্বরিৎ ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা কম্পিউটার আন্তঃনেটওয়ার্ক (LAN) দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত। এর সাহায্যে কর্মকর্তাগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিকতর নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজের গতিশীলতা ও উৎকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভাগের সকল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সর্বমোট ৩০২টি কম্পিউটার এই নেটওয়ার্কের আওতায় সংযুক্ত। কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি অনলাইনে নিশ্চিত করার পাশাপাশি নোটিশ, সার্কুলার, চিঠিপত্র, তথ্য, বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হচ্ছে। এতে, সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও কাগজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানো সম্ভব হয়েছে। নেটওয়ার্কের পাবলিক ফোল্ডারে ধারণাপত্র ও গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রদর্শনের লক্ষ্যে সংরক্ষিত আছে। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, পিডিএস, ডেট্ (debt) ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ম্যানেজমেন্টসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত সফট্ওয়্যারসমূহ এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজেই ব্যবহার করা যায়। জাতীয় বাজেট প্রণয়নের কাজে অর্থ বিভাগের আন্তঃনেটওয়ার্ক, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের (WAN) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সচিবালয়ের মধ্যে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের (VPN) মাধ্যমে সচিবালয়ের ভিতরে ও বাইরে অবস্থিত অবশিষ্ট ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। এ ছাড়া, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে এ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। এভাবে বিদ্যমান নেটওয়ার্কটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ ব্যাংককেও এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। চলতি অর্থ বৎসরের মধ্যে সকল উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলছে।

২.০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্ম-ব্যবস্থাপনাকে দীর্ঘমেয়াদি ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এ বিভাগে 'সাজেশন বক্স' চালু করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। পরবর্তীতে সাজেশনগুলো একত্রিত করে মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো তালিকাভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া, মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতিও নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সৃজনশীল ভাবনায় উৎসাহিত করে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদিত হলেও এক অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ অন্য অনুবিভাগের কর্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব বেশি অবহিত থাকেন না। এ ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সকলকে অবহিত করে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হওয়া যায়। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে 'নলেজ সেল' গঠন করা হয়েছে, যেখানে এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা (presentation) কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি ব্লগ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে পোস্ট (post) দিতে পারবেন এবং উপস্থাপিত পোস্ট (uploaded post)-এ মতামত দিতে পারবেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাগণকে তাদের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বিধায় ইংরেজি ভাষায় কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগের অভ্যন্তরীণ সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, 'নলেজ সেল'-এর উপস্থাপনা প্রভৃতি কার্যক্রম ইংরেজিতে পরিচালিত হয়।

৩.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৩.১। জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর

জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কীম সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিনিয়োগকারীগণকে অবহিত করা হয়।

৩.২। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা

মামলা দায়েরের ২/৩ দিনের মধ্যে মামলার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানি গ্রহণপূর্বক এতদ্‌বিষয়ে আপিলকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা হয়। পুঞ্জিভূত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলা নিষ্পত্তির মেয়াদ আইন দ্বারা নির্ধারিত থাকায় এবং সমজাতীয় মামলাসমূহ একই দিনে শুনানি গ্রহণ করার ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। চূড়ান্ত শুনানি গ্রহণের পর ট্রাইব্যুনালের রায়সমূহ জিইপি/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

৪.০ কৃষি মন্ত্রণালয়:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি পূরণে ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট (আইপিএম) ও ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট (আইসিএম) ক্লাবভুক্ত কৃষকদের সমন্বয়ে সারাদেশে ৯৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও ওয়েব ক্যামেরা সমৃদ্ধ এসব কেন্দ্র হতে নানাবিধ কৃষি সমস্যার সমাধান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া, কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট, কল সেন্টার (০৯৬৩৩১২৩১২৩) ও Skype-এর মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়। মাঠ তথা তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকগণ-এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার জনবল নিয়োগের সময় ভূয়া পরীক্ষার্থী রোধকল্পে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার হাজিরা শিটে প্রার্থীদের ছবি স্ক্যান করে সংযোজন করা হচ্ছে। পরীক্ষার সময় উপস্থিতি তালিকার ছবির সঙ্গে প্রার্থীর ইন্টারভিউ কার্ডে সংযোজিত ছবি মিলিয়ে দেখা হয়। তা ছাড়া, মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে একই দিনে প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে একই বৈঠকে প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্ত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন সংস্থায় এ পর্যন্ত মোট ৫,২২৩ জন নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়োগে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রশ্ন কোন পর্যায় থেকে কোথাও উত্থাপিত হয়নি।

সারের চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সারের যোগান ও মূল্য পরিস্থিতি এবং এতদসংক্রান্ত পূর্বাভাস সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেশীয় বাজারে সারের চাহিদা, মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রন ও তদারকি করা হচ্ছে। বাজারভিত্তিক এবং দেশের সর্বমোট কৃষি জমির পরিমাণ অনুপাতে স্থানীয় পর্যায়ে বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় কৃষকেরা সহজেই সময়মত সার পাচ্ছে। এতে করে সারের কোন সঙ্কট দেখা দেয়নি।

৪.১। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) কর্তৃক উপজেলা নির্দেশিকা কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন পর্যায় হতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারসমূহে মাটির উর্বরতা মান বিশ্লেষণপূর্বক মাটির উর্বরতা সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজ সৃজন করা হয়েছে এবং এ ডাটাবেজের ভিত্তিতে অনলাইনে ৮৯টি ফসলের জন্য সুষম সারের ডোজ সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া, SRDI-এর কেন্দ্রীয় ও ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার হতে রাসায়নিক ও জৈবসারের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে ভেজাল সার শনাক্ত করা হচ্ছে।

৫.০ খাদ্য মন্ত্রণালয়

গতিশীল খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগের শুরু থেকে হালনাগাদ সময়ে জারিকৃত সকল প্রকার আইন,বিধি-বিধান, নীতিমালা, আদেশ, সার্কুলারসহ কর্মকান্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে অন্যান্য আইনসমূহকে একত্রিত করে 'খাদ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল' নামে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং চলমান খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি ও মনিটরিং জোরদারকরণের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Public Food Distribution System (PFDS)-এর আওতায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মওজুদ, চলাচল, বিতরণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য 'Strengthening the Government Institutional Capacity for improving Food Security'-শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে একটি অনলাইন সফ্টওয়্যার প্রযুক্তি develop করা হয়েছে। পাইলটভিত্তিক এ প্রকল্পের অধীনে টাঙ্গাইল জেলায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ১২টি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ১৪টি এলএসডি, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর ঢাকা, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সাইলো এবং খাদ্য অধিদপ্তরকে উক্ত online software-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। online software-এর মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে আদান-প্রদান ও মনিটরিংসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে A2I প্রোগ্রাম কর্তৃক National e-services System(NESS) বাস্তবায়নে যশোর জেলার সকল উপজেলাকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে।

৬.০ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে সেবা প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ব্যক্তিগত শুনানি, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে সেবা প্রত্যাশীগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছেন। সচিবালয়ের অভ্যন্তরে সবুজ বেষ্টনী ও ফ্লাওয়ার বেড তৈরির মাধ্যমে সচিবালয়ের সৌন্দর্য বর্ধনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারদিকের সীমানা দেয়ালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যভিত্তিক স্থায়ী ম্যুরাল নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ম্যুরাল নির্মিত হলে একদিকে যেমন সচিবালয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

৬.১। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজউকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়মত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল আইডি' কার্ডের প্রচলন করা হয়েছে। 'ডিজিটাল আইডি' কার্ডটি অফিসের প্রবেশমুখে স্থাপিত রিসিভার যন্ত্রের সম্মুখে তুলে ধরলে উক্ত কার্ডধারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হাজিরার তথ্য সফট্ওয়্যারের মাধ্যেমে কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয়।

লেক ও পরিবেশ উন্নয়ন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বর্জ্য ও দূষিত পানি অপসারণসহ ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ব্যাপক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন' প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০ একরের লেক, সড়ক ও সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনের ফলে ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে একটি নয়নাভিরাম, উন্মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর নান্দনিকতা যেমন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি নগরবাসীর জন্য আরও একটি বিনোদন কেন্দ্র সংযোজিত হয়েছে। বস্তুত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি নতুন ও পুনরুজ্জীবিত ঢাকা বিনির্মাণের রূপরেখা রচিত হয়েছে।

৭.০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিমাসে একটি করে 'power point presentation' করা হয়। এ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত যে কোন প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা, পরিপত্র ও আদেশসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য দ্রুততার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়। অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা পর্যায়ে কার্যক্রম সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ অনুযায়ী সঠিক সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হচ্ছে এবং প্রমিত বাংলাভাষা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। অফিস ত্যাগের পূর্বে বিদ্যুতের সুইচ ও পানির কল বন্ধ করা হয়। সরকারি কাজে যথাযথ মনোযোগ প্রদান, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রতি মনোযোগী ও অফিস সংক্রান্ত কার্যক্রম তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দায়িত্ব সচেতন করা, ভাল-খারাপের অংশীদার করা এবং তাঁদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে।

মাঠ প্রশাসনে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিসের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রার্থীর কাজটি করে দেওয়ার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি (automation software) ব্যবহার করা হচ্ছে। video conferencing-এর মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকবৃন্দকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক্-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ইন্টারনেট ও অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ই-রিসিভ রেজিস্ট্রার চালু করা হয়েছে এবং LAN-এর মাধ্যমে পত্র আদান-প্রদান ও পত্রের গতিবিধি মনিটর করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসক সম্মেলন, রাজস্ব সম্মেলন ও বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা সভাসহ সকল সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানি করেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজ্ঞ বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব/সাধারণ)-এর আদালতে নিষ্পন্ন মামলাসমূহের আদেশ ও বিস্তারিত বিবরণী মাসওয়ারি নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়।

৭.১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সপ্তাহব্যাপী village study programme-এর আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে একাধিক দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে দারিদ্র্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, দারিদ্র্য দূরীকরণে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে গণমুখী মানসিকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। তিন বছর বা এর কম বয়সী শিশু রয়েছে এমন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্বিঘ্ন করার জন্য 'ডে-কেয়ার সেন্টার' পরিচালনা করা হচ্ছে। অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধন এবং আবাসন ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ জার্নাল অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (ষাণ্মাসিক), লোক-প্রশাসন পত্রিকা (বাৎসরিক) এবং লোক-প্রশাসন সাময়িকী (ত্রৈমাসিক) নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

৭.২। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী

একাডেমির সেবা-গ্রহীতা ও অংশীজনের (stakeholder) নিকট সহজে ও দ্রুততার সাথে সেবা তথা উন্নততর প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। পুরো একাডেমি জুড়ে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষার্থীদের ডরমিটরি ও অফিস কক্ষে তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া, শ্রেণিকক্ষগুলোও মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জামাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

৭.৩। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগদানের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় বর্তমান কমিশন বিজ্ঞাপন জারি থেকে শুরু করে আবেদনপত্র গ্রহণ, মানসম্মত পরীক্ষা গ্রহণে আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর পূর্ণ ডিজিটাইজেশন পদ্ধতি গ্রহণ করায় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের দীর্ঘসূত্রতা যেমন একদিকে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাইজড কর্মপদ্ধতি এবং সৃজনশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশ্নাতীত সফলতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে অর্থ ও শ্রমঘন্টা ব্যয় করে প্রার্থীদের ঢাকা এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। এখন প্রার্থীগণ নিজের ঘরে বা ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটার সেন্টারে বসে অনলাইনে আবেদনপত্র ও ফি জমা দিচ্ছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন। পরীক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের ফলে একদিকে যেমন সেবা গ্রহীতা পরীক্ষার্থীদের শ্রম ঘন্টা, অর্থ এবং কষ্ট লাঘব হয়েছে, অন্যদিকে পরীক্ষা পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বে একটি পরীক্ষা গ্রহণে ২-৩ বছর সময় লাগত। বর্তমান কমিশন কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাইজড এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক বছর তিন মাসে একটি পরীক্ষার সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করা হয়ে থাকে। পরীক্ষায় কোন্ প্রশ্নপত্রটি ব্যবহৃত হবে, তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন-সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে ২০ মিনিট পূর্বে জানানো হয়। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের পূর্বের সকল দৃষ্টান্ত চিরতরে বন্ধ করতে কমিশন অসাধারণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রিলিমিনারি MCQ type পরীক্ষার উত্তরপ্রত্র OMR মেশিনে কম্পিউটার দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। লিখিত পরীক্ষার উত্তর পত্রে লিথোকোড ব্যবহার করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে কোন্ উত্তরপত্রটি কোন্ প্রার্থীর, তা কোনভাবেই সংশ্লিষ্টদের বোঝার সুযোগ থাকে না। ফলে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়া শতভাগ গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫-২০ মিনিট পূর্বে কাগজপত্র ও আবেদনপত্র সীলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকার বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে প্রেরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য জানতে পারেন না, ঐ দিন তাঁর বোর্ড রয়েছে কিনা বা কোন্ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা কোন্ বোর্ডে হবে। এতে করে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আবেদনপত্রে প্রার্থীদের টেলিফোন নম্বর উল্লেখের বিধান পরিহার করা হয়েছে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় শূন্য পদের রিকুইজিশন প্রাপ্তি হতে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত ৩ বৎসর ২ মাস ২৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়েছিল। কমিশন কর্তৃক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাইজড কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করায় এ সময়সীমা হ্রাস পেয়েছে। ৩২তম বিসিএস পরীক্ষার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে মাত্র ১ বৎসর ২ মাস ২১ দিনে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

৮.০ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা, অফিসে আগমন ও প্রস্থানের সময় প্রতিদিন মনিটর করা হয়। এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। জনগণকে নানা রকম জনসচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়। সব ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান ও সিটিজেন চার্টার সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রদান করা হয়।

৮.১। পেট্রোবাংলা

পেট্রোবাংলা ও অধীনস্থ কোম্পানিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানমাল রক্ষায় সেফটি উপকরণসমূহ যথাস্থানে রাখা হয় এবং এর কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। ফায়ার ব্রিগেডের সহায়তায় দুর্ঘটনায় করণীয় নির্ধারণে নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অগ্নি-নির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ থেকে সংযোগ পেতে গ্রাহককে যাতে হয়রানির শিকার হতে না হয়, সে জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস সংযোগের আবেদন করার পর কোম্পানি কর্তৃক কার্যবিধি সরবরাহ করা হয়, যাতে গ্রাহকের করণীয়, কোম্পানির করণীয় ও কাজের সময় নির্দিষ্ট করা আছে। আলোচ্য কার্যবিধি অনুসরণ করায় গ্রাহক কোন হয়রানির শিকার হয় না। আলোচ্য চার্টার স্ব স্ব কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরের শুরুতে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। লক্ষ্যমাত্রা পূরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করা হয়। যে সমস্ত কাজে বিশেষ মেধা ও দক্ষতার প্রয়োজন, সে সব কাজ সফলভাবে সম্পাদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসাবে প্রদান করা হয়।

সংস্থার প্রকল্পসমূহ যাতে সময়মত শেষ করা যায়, সে জন্য মাসিক পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, প্রকল্প গ্রহণের পর ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানের শর্তে procurement procedure সম্পাদন করে রাখা হয়, যাতে ডিপিপি অনুমোদনের পরপরই কার্যাদেশ প্রদান করা যায়। অন্যদিকে কোন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হলে পেট্রোবাংলা কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের জন্য bridge financing-এর ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে এ সেক্টরের প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ১০০% বা ততোধিক অর্জিত হয়ে আসছে। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম একদিন চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পরিচালকবৃন্দের প্রাতঃকালীন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন জটিল আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি বিষয়ের ওপর আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে যে কোন বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে (www.petrobangla.org.bd) পেট্রোবাংলা কর্তৃক তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিতব্য চুক্তির মডেল আপলোড করে জনগণের মতামত চাওয়া হয়। ফলে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এ সব চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া সংস্থার যাবতীয় ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসমূহ উক্ত সাইটে আপলোড করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা, অফিসে আগমন ও প্রস্থানের সময় মনিটরিং-এর জন্য পেট্রো সেন্টারের বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়ানুগ আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত হয়েছে। কর্মকর্তাদের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ customized training program প্রস্তুত করে বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিপূর্বক প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করা হয়। ফলে তুলনামূলকভাবে স্বল্প খরচে কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৮.২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

২০০৩ সাল হতে কুয়েত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (কেপিসি)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সর্বপ্রথম জি-টু-জি (Government-to-Government) পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল আমদানি করে। ২০০৩ সালের পর থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহ এ পদ্ধতিতে আমদানি করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট ছয় মাস পর পর প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। জি-টু-জি পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল আমদানির ফলে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি কম সময়ের মধ্যে তেল আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং টেন্ডারিং সিন্ডিকেশন-এর জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া, তেল আমদানির মাধ্যমে দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব হবে।

৮.৩। বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদানে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ওয়েবসাইট (www.explosives.gov.bd) চালু করা হয়েছে। উক্ত সাইটে সিটিজেন চার্টারসহ বর্ণিত দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বিধি-বিধান, আবেদন ফরম, নির্ধারিত ফি'র হার, কারিগরী বিষয়ে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন আপলোড করা হয়েছে, যার ফলে সেবা-গ্রহীতাগণ ওয়েবসাইট থেকে আনুষঙ্গিক তথ্যাদি অবগত হয়ে দ্রুততম সময়ে সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এবং বিধি-বিধান পালনে সতর্ক হতে পারছেন। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষেত্রবিশেষে এক থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রার্থিত বিষয়ের নিষ্পত্তি করা হচ্ছে এবং নিষ্পত্তিকৃত বিষয় দ্রুততম পন্থায় ফ্যাক্সযোগে অবহিত করা হচ্ছে। কোন পর্যায়েই কোন নথি তিন দিনের অধিক অনিষ্পন্ন অবস্থায় যাতে পড়ে না থাকে, সে বিষয়ে প্রচলিত বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৮.৪। হাইড্রোকার্বন ইউনিট

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সকল কম্পিউটার LAN-এর মাধ্যমে একটি কমন সার্ভারে সংযুক্ত করার ফলে দাপ্তরিক কাজগুলো অনেক সহজ হয়েছে। এই প্রকল্পের work plan অনুযায়ী সকল কার্যক্রম টিমওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে দ্রুতগতির Wi-MAX প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের কম্পিউটারসহ অন্যান্য equipment পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ (periodic maintenance)-এর আওতাভুক্ত।

৮.৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের সেবার মান তদারকি ও ভোক্তাদের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোক্তা ও ইউটিলিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে, যা কমিশনের outreach program নামে পরিচিত। এতে ভোক্তাগণ সরাসরি তাদের অভিযোগ/পরামর্শ/মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কমিশনের কন্জিউমার অ্যাফেয়ার্স শাখার মাধ্যমে ভোক্তাদের অভিযোগ তদন্তক্রমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কমিশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। এ ছাড়া, কমিশন প্রণীত বিধি-বিধানের বিষয়ে পরামর্শ/মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে সার্বক্ষণিকভাবে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

৮.৬। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা, অফিসে আগমন ও প্রস্থানের সময় প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হয়। এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। বার্ষিক/মাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে কর্মকর্তাগণ potential pressure-এ থেকে দায়িত্ব পালন করেন এবং বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। চাহিদা মোতাবেক ক্লায়েন্টকে দ্রুততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা প্রদান করা হয়। তাতে ক্লায়েন্ট-এর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। অফিসের কাজ-কর্মে ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এবং এর ফলে দুর্নীতির সুযোগ থাকে না।

৯.০ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ডাক বিভাগের আওতায় দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ডাকঘর নির্মাণের কাজ চলছে। কাজ সমাপ্ত হলে এর একটি কক্ষে ই-সেন্টারে জনগণ তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারবে এবং অপর কক্ষে ডাকঘরের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করা হবে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে m-education, m-health, m-agriculture, m-commerce এবং m-banking সহ বিভিন্ন সেবা সহজে এবং সুলভে প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ৩০ লক্ষ পরীক্ষার্থী এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল পেয়েছেন। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষার জন্য অনলাইন-এর মাধ্যমে আবেদন জমা, ফি গ্রহণ এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ফলাফল প্রদান করা হয়েছে। ৩২তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। টেলিটক-এর এসএমএস-এর মাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসহ মোট ৫০২ টি প্রতিষ্ঠানের ১৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ২০১২ সালে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছে। এ ছাড়া, অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে আসন বিন্যাস এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

১০.০ তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ টেলিভিশন শিল্পীদের সম্মানী ভাতা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে শিল্পীদের সম্মানী ভাতা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং দ্রুততম পন্থায় অংশীজনদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন নিশ্চিত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণসহ অতি অল্প সময়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, এফ.এম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিওর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে এবং এর ফলে জনগণের পাশাপাশি দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও সুফল ভোগ করছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে তথ্য কমিশন ও একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রোগ্রাম-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী তথ্য কমিশন, অনলাইন ও মোবাইলভিত্তিক তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও অভিযোগ পদ্ধতি সন্নিবেশ করে এবং মনোনীত কর্মকর্তাগণ যাতে তাঁদের নিজেদের মধ্যে অনলাইনে যোগাযোগ করে পারস্পরিক সাফল্য ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিতে পারেন, সেজন্য ব্লগ তৈরি করবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা হবে। দেশের জনগণ যাতে তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর নজর রাখতে পারে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান যেন তাঁদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে, এ উদ্যোগের দ্বারা তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

১১.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সরকারি অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে মাসিক সভাগুলোতে (সমন্বয় সভা, এডিপি রিভিউ সভা) সভার নোটিশ, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী ই-মেইলে আদান-প্রদান করা হচ্ছে। এতে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং সরকারি সম্পদের ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। উন্নত বিশ্বের অফিস ব্যবস্থাপনার অনুকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নতুন অফিস ভবনে 'open space office management' পদ্ধতিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আসন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এ আসন ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের মাঝে সৌহার্দ্য, মিথস্ক্রিয়া ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকি করা সহজ হবে। অধিকন্তু নতুন স্থানে ওয়াই-ফাই সংযোগ থাকার ফলে যে কোন কর্মকর্তা যে কোন স্থান থেকে দ্রুততার সঙ্গে কাগজবিহীনভাবে (paperless) কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন।

দেশব্যাপী আইসিটি সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ডিজিটাল কনটেন্টসমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এ ওয়েবসাইটে আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপযোগী ডিজিটাল কনটেন্টের সম্মেলন ঘটানো হয়েছে। শিক্ষা সহায়ক ডিজিটাল কনটেন্টের ক্ষেত্রে বিসিসি'র নিজস্ব কোন উদ্ভাবন অথবা দেশি-বিদেশি সূত্রে ভাল কোন উদ্ভাবন পাওয়া গেলে তা সকলের জন্য এ ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়। বিসিসি পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে এ সকল কনটেন্ট ব্যবহার করা হয় এবং রেফারেন্স হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের জানানো হয়।

১২.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

জনগণের চাহিদা মোতাবেক দুর্যোগের আগাম বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অবহিতকরণের জন্য 'Interactive Voice Response (IVR)' শীর্ষক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় যে কোন মোবাইল ফোন হতে ১০৯৪১ নম্বরে ডায়াল করে ১ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা; ২ ডায়াল করলে নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত; ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা; ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত; ৫ ডায়াল করলে দেশের বন্যা তথা বিভিন্ন নদ/নদীর পানি হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে। ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এর সময় IVR ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় এটি খুব কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট দুর্যোগের আগাম সতর্ক-বার্তা পৌঁছানোর জন্য sms alert ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৪টি জেলা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও ইউনিয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আসবে।

১৩.০ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

চট্টগ্রাম বন্দরে কম্পিউটারাইজড কনটেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরীক্ষাধীনভাবে চালু আছে। এতে বন্দর ব্যবহারকারীরা স্বল্পসময়ে অধিকতর সেবা পাচ্ছে। প্রক্রিয়াধীন ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এর কার্যক্রম শুরু হলে চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াতকারী সকল জাহাজের জন্য তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদান সহজতর হবে।

১৪.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৪.১। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বেপজায় অনুসৃত 'Same Day Service' নামক উত্তম চর্চার আওতায় সেবা গ্রহীতাগণ একই কর্মদিবসে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পেয়ে থাকেন। ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই-বাছাই করে সিটিজেন চার্টার মোতাবেক বেপজা একই দিনে সকল আমদানি ও রপ্তানির অনুমতি পত্রসমূহ জারি করে থাকে। এতে ইপিজেডস্থ বিনিয়োগকারীদের আমদানিকৃত পণ্য পোর্ট থেকে খালাস এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য যথাসময়ে শিপমেন্ট করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশের বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকদের নিয়োগ (e-ভিসা), ব্যবসা পরিচালনা তথা বিনিয়োগ (PI ভিসা), যন্ত্রপাতি স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের শিক্ষণ/তত্ত্বাবধান/প্রকল্প পরিদর্শন (B/EI ভিসা) এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের (FPI/FE ভিসা) আগমনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসা গ্রহণ করতে হয়। উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে ভিসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে/এতদ্‌সংক্রান্ত দপ্তরে বেপজার সুপারিশপত্র প্রেরণ করতে হয়। বেপজা নির্বাহী দপ্তর কর্তৃক এ ধরনের সুপারিশপত্র আবেদনের একই কর্মদিবসে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

১৪.২। বিনিয়োগ বোর্ড

'ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস সেল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাগণকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ও ই-মেইল-এর যথাযথ ব্যবহার এবং Online Registration System (ORS) প্রবর্তনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রত্যাশীগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী দেশি-বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে শিল্প স্থাপনে প্রচলিত নিয়মে পরামর্শ প্রদান করা ছাড়াও হাতে-কলমে আবেদন ফরম পূরণ করাসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি কিভাবে নির্ভুলভাবে দাখিল করতে হবে, তা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেবার মান উন্নয়নে suggestion box স্থাপন করা হয়েছে এবং counseling-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১৪.৩। প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের হিসাব শাখা ডিজিটাইজড করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনলাইন বেইজড সফট্ওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এ অফিসের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ এবং কর্মচারীদের বেতন কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

১৪.৪। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র নারীসমাজ পরিবারপ্রতি একটি বাড়ির মালিক হচ্ছে এবং তাদেরকে ভূমির মালিকানাস্বত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১৪.৫। এক্সেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) প্রোগ্রাম

প্রত্যেকটি টিমের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কাজের অগ্রগতি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রায়শঃ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ফাইল শেয়ার ও ডকুমেন্টেশনের জন্য অত্যাধুনিক অ্যাপস (ড্রপ বক্স) ব্যবহার করা হয়।

১৪.৬। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিসহ নাগরিক সুবিধাদি সহজলভ্য হয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিকট নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং GIU-এর জন্য time line নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪.৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রায়শই বিদেশিরা ভিজিট করে থাকে। তাই এ প্রতিষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুই দিন কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ইংরেজিতে বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি চর্চা করা হচ্ছে। এতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মচারীগণ নিজেরা সমৃদ্ধ হবেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

১৫.০ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর declaration/agreement/speech-এর খসড়া মহাপরিচালক পর্যায়ে প্রস্তুতকালে অনুবিভাগের জুনিয়র কর্মকর্তাদেরকে on-the-job-training-এর অংশ হিসাবে প্রশিক্ষিত করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পত্রসমূহ দ্রুত প্রেরণের জন্য স্বাক্ষরিত চিঠিসমূহকে স্ক্যান করে প্রাপকের e-mail-এ পাঠানো হয় এবং এর পাশাপাশি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী ডাক ও ফ্যাক্সযোগেও উক্ত চিঠি পাঠানো হয়। ফলে দ্রুত কার্য সম্পাদিত হয়। যে সমস্ত সরকারি বা কূটনৈতিক কার্যক্রম বহুদিন ব্যাপী (মাস বা বছর ব্যাপী) পরিচালনা করতে হয় (যেমন, বৈদেশিক সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তি), সেগুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মহাপরিচালক, সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন একটি দিনে, সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং-এর অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে সকল কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পাদনযোগ্য সেগুলো একটি সারণীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মহাপরিচালক, নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়া সাপেক্ষে, প্রতি সপ্তাহে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে ই-মেইল ও এসএমএস-এর মাধ্যমে দাপ্তরিক সকল বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থার কারণে ছুটির দিনেও অতি অল্প সময়ে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে অনুবিভাগের সঙ্গে মিশনসমূহের real time তথ্য আদান-প্রদান কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই পদ্ধতিতে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয়, যা কাজের গতিকে বেগবান করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আলোচনা ভিত্তিক (consultative) পদ্ধতি অনুসরণ ও নির্দেশনামূলক (directive) ব্যবস্থাপনা অনুসরণের চেষ্টা করা হয়, যাতে সকল সহকর্মীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত/অংশীদারীত্ব (sense of ownership) বোধ জন্মে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের অংশ হিসাবে ডকুমেন্টসমূহের ডিজিটাল ভার্সন তৈরিকরণ এবং দ্রুততার সঙ্গে প্রাপ্তির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত সার্চ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন-কূটনীতি (public diplomacy) কার্যক্রমের আওতায় 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অগ্রগণ্য ও খ্যাতিমান সংবাদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণের জন্য ইতোমধ্যে ছয়টি সফর সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এ সফরের আওতায় বিশ্বের ১৭টি দেশ থেকে মোট ৮১ জন সাংবাদিক/লেখক/মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

বিগত সাড়ে ৪ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ সফর শেষে তাদের অনেকে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অর্জিত সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করে স্বীয় সংবাদ মাধ্যমে বেশকিছু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রচনা প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের প্রবন্ধ/নিবন্ধ বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বহিঃর্বিশ্বে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে এবং নেতিবাচক ধারণা অপনোদনে একটি কার্যকর উদ্যোগ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহান মুক্তিযুদ্ধে কূটনৈতিক ফ্রন্টের সাহসী যোদ্ধাদেরকে প্রথমবারের মত সম্মানিত করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতাস্থ তৎকালীন পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনে ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়, যা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্ত করে এক নতুন মাত্রা। ঐ দিনটিকে স্মরণ করে প্রাথমিক পর্যায়ে কূটনৈতিক ফ্রন্টের ২৬ জন সাহসী যোদ্ধাকে ২০১১ সালের ২৩ এপ্রিল সম্মাননা প্রদান করা হয়। কূটনৈতিক ফ্রন্টের সাহসী যোদ্ধাদের মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো সম্মাননা প্রদান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত এবং মূল্যবোধ উৎসারিত নীতির একটি প্রতিফলন হিসাবে গণ্য হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথম বারের মত সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে একটি মাসিক বুলেটিন (Foreign Office Briefing Notes) প্রকাশ করে আসছে। উক্ত বুলেটিন মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক কর্মকান্ডসহ বৈদেশিক সম্পর্ক সম্পর্কিত সরকারের অন্যান্য উদ্যোগ/সাফল্য নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকাশনাটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, থিংক ট্যাংক ইত্যাদিসহ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন এবং মিশনের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশের সরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, থিংক ট্যাংক ও ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বাল্ক এসএমএস (bulk SMS)-এর মাধ্যমে অতি দ্রুত সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা দ্রুততম সময়ে ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং এক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান (perspective) অনুধাবনে সহায়ক বলে বিবেচিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুবিখ্যাত সংবাদপত্র হতে দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সংবাদ/তথ্যসমূহ প্রাত্যহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত রাখা হচ্ছে। আসন্ন দুই বা ততোধিক মাসের সম্ভাব্য event/engagement-এর তালিকা তৈরি করে প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলি সম্পাদন এবং বিভিন্ন global issue-এর ওপর একটি সমৃদ্ধ e-library তৈরি করা হচ্ছে।

সকল অভ্যন্তরীণ পত্রযোগাযোগ (মহাপরিচালকের দপ্তর, পরিচালক, শাখা) সাধারণত ই-মেইলের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদেশস্থ মিশনগুলোর সঙ্গে পত্রযোগাযোগ ব্যাগ ও ই-মেইলের মাধ্যমে করা হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্রগুলো প্রথমে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। পরে ফ্যাক্স ও কূটনৈতিক ব্যাগ-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। শাখার কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি বাৎসরিক কার্যসূচি (follow-up matrix) তৈরি করা হয়, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে time bar নির্ধারণপূর্বক নিষ্পন্ন করা হয়। বিদেশস্থ মিশনসমূহকে তাদের কার্যক্রম ও বিশেষ ইস্যুসমূহের ওপর মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল দ্বি-পাক্ষিক সফরের পর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

১৬.০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রতি সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক উইং প্রধানদের সঙ্গে পেন্ডিং তালিকা নিয়ে সভা করেন এবং উইং প্রধানগণ অধীনস্থ শাখার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পেন্ডিং বিষয়সমূহের ওপর প্রতিনিয়ত ফিডব্যাক নেন, যা এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি ত্বরান্বিত করেছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তরসমূহের সঙ্গে ই-মেইলের মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করছে।

১৭.০ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাইক্রোসফট আউটলুক ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুদল (nuclear group) গঠন করা হয়। অফিসের সার্বিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা হয়। দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে নিয়মিত মাসিক সভার প্রচলন করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধ ও প্রমিত বাংলাভাষা ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, সকল কর্মকর্তাকে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত অভিধান সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পত্র প্রেরণের পাশাপাশি টেলিফোন, ই-মেইল এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে প্রতিমাসে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

১৮.০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জি-টু-জি বা সরকারি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় চাকরি নিয়ে যেতে আগ্রহী প্রার্থীকে তার স্থায়ী ঠিকানা অনুযায়ী নিজ ইউনিয়নের 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি)' হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রাথমিকভাবে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লটারীর মাধ্যমে ৩৪,৫০০ (চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত) জন কর্মীকে নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কর্মীদের মধ্য থেকে পুনরায় কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লটারি করে প্রথম পর্যায়ে ১০,০০০ (দশ হাজার) কর্মী প্রেরণের জন্য ১১,৭৫৮ (এগার হাজার সাতশত আটান্ন) জন কর্মী নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় লটারিতে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাছাই পরীক্ষার তারিখ ও সময় কর্মীদের স্ব স্ব মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীদের একটি clean database বিএমইটি'র সার্ভার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীদের বরাবরে ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৯.০ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়, অফিসে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হয় এবং যে কোন দুর্নীতি রোধে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করা হয়। মন্ত্রণালয়সহ অধিদপ্তরসমূহের ক্যাম্পাস ও ভবনসমূহে নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মন্ত্রণালয়সহ অধিদপ্তরসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে বছরে ১/২ দিন একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২০.০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষে ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে স্বল্প পরিসরে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে এবং কাজের পরিবেশও উন্নত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে শুভলং ঝর্ণার একটি রেপ্লিকা স্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ মুখে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের ছবি স্থাপন করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের করিডোরেও পার্বত্য এলাকার প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২১.০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২১.১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বন্যা মৌসুমে (এপ্রিল-অক্টোবর) গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীসমূহের পানি সমতলের আগাম বার্তা জনগণকে পৌঁছে দিচ্ছে। ই-মেইল, টেলিফোন, ফ্যাক্স মারফত দেশের ৬৪টি জেলায় এ তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যা জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ ছাড়া, যে কেউ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.ffew.gov.bd) হতে পানি-সমতলের আগাম বার্তাসহ বন্যা আক্রান্ত এলাকা সম্পর্কে জানতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীর পানি-সমতল ও বৃষ্টিপাতের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে দেশের ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া, টেলিটক মোবাইল হতে ১০৯৪১ নম্বরে ডায়াল করে যে কোন ব্যক্তি বন্যা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ভয়েস-মেসেজ পেতে পারে।

২১.২। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ওয়ারপো-এর একটি সমৃদ্ধ অনলাইন লাইব্রেরি আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংবলিত বই, রিপোর্ট, জার্নালসহ পানি খাতের মূল্যায়ন সম্পর্কিত ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরির তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরি থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে।

এই সংস্থার ৪৭৬টি ডাটা লেয়ার সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার ও ৪৫৪টি ডাটা লেয়ার সমৃদ্ধ সমন্বিত উপকূলীয় তথ্য ভান্ডার রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য এ তথ্য ভান্ডার থেকে নিয়মিত সেবা প্রদান করা হয়।

২১.৩। যৌথ নদী কমিশন

যৌথ নদী কমিশন দপ্তরের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের প্রতিবেদন/পত্রের জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদান না করে one-stop-service পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করার পর ফাইল-এ নথিভুক্ত করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন প্রতিবেদন বা পত্রের হার্ড কপি প্রেরণের পূর্বেই scan copy ই-মেইল-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

২১.৪। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

বোর্ডের website-এ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য, হিউম্যান চার্টার, হাওর মহাপরিকল্পনার তিনটি ভলিউম আগ্রহী ব্যবহারকারীর জন্য upload করা হয়েছে। যে কেউ বোর্ডের নিকট কোন বিষয়ে জানতে আগ্রহী হলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রশ্ন করে উত্তর পেতে পারেন। এ ছাড়া, বোর্ডের কার্যক্রম উন্নয়নে এবং হাওর মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণে কেউ আগ্রহী হলে তথ্য প্রদান ও পরামর্শ/মতামত প্রদান করতে পারেন।

২২.০ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সকল শাখা/অধিশাখায় ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা তথা ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে হার্ডকপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তি ও নথি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য দেনা-পাওনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হিসাব শাখা হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে আইটি, জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর-এর সঙ্গে ই-মেইলে পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২৩.০ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সেক্টরের পদ্ধতিগত উন্নয়ন, কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন উইং-এর 'কারিগরি কমিটি'র সভাপতি হিসাবে প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞগণকে রাখা হয়, যাতে তারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। এতে ব্যুরোর প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পায়, কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও মেধা প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে শাণিত হয় এবং সরকারি কার্যক্রমের সঙ্গে বাইরের বিশেষজ্ঞদের দূরত্ব হ্রাস পায়। বিবিএস-এর প্রকল্পসমূহের আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করে যে কোন দ্বৈততা পরিহার করা, data gap চিহ্নিত করা এবং ডাটা বিতরণ ও পরিসংখ্যান উন্নয়নে ব্যবহারকারী ও অংশীজনের (stakeholder) জন্য বিবিএস কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে 'পিডিস ফোরাম' (প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরস ফোরাম) গঠন করা হয়। এই ফোরামের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার, সময় ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বিবিএস-এর বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রকাশনাসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিএস-এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'এডিটরস ফোরাম' গঠন করা হয়। এডিটরস ফোরামের সুসমন্বিত ও নিবিড় নিরীক্ষার মাধ্যমে রিপোর্টসমূহের ভুল-ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক ধারণা ও সংজ্ঞা, প্রমিত পদ্ধতি এবং শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে। সকল ধরণের জরিপ ও শুমারি কার্যক্রমের শুরুতে ডাটা উৎপাদনকারী হিসাবে বিবিএস আনুষ্ঠানিক সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে ডাটা ব্যবহারকারী ও অংশীজনের নিকট উপস্থাপন ও তাঁদের মতামত গ্রহণ করে থাকে। ফলে ডাটা ব্যবহারকারী ও ডাটা উৎপাদনকারীগণের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীগণের মধ্যে জরিপ ও শুমারিতে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানের বহুবিধ ধারণা, সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হয়েছে, যা পরিসংখ্যান ব্যবহারের কাজটি সহজতর করেছে। বিবিএস অন্যান্য পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কৃষি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। কৃষি পরিসংখ্যানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস' শীর্ষক একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২৪.০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন রিট ও অন্যান্য মামলার তথ্য সংরক্ষণের জন্য মামলার ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়েববেজ ডাটা প্রস্তুত করার ফলে তথ্য সংগ্রহ এবং মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধিক সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। ০৭টি বিভাগের প্রধান (যুগ্ম-নিবন্ধক) এবং সকল জেলা সমবায় কর্মকর্তাদেরকে ডাটাবেজ এবং User ID ও password দেওয়া হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের রিট ও অন্যান্য মামলার তথ্য জেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক আপডেট করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিভাগীয় প্রধান (যুগ্ম-নিবন্ধক) কর্তৃক পরীক্ষিত হবার পর সমবায় অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরন করা হয়ে থাকে। মামলা নিষ্পত্তিতে আগের তুলনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের সঞ্চয়, জমা, উত্তোলন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ০৭টি জেলায় পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ১৪টি জেলায় আংশিকভাবে মোবাইল/অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া, ২৫টি জেলায় মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুততার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের সকল জেলায় পূর্ণাঙ্গভাবে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২৫.০ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বন্ধের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ধারা-৬৫ অনুসরণে Electronic Government Procurement (e-GP) প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথমত: ৪টি সংস্থাকে নিয়ে Electronic Government Procurement (e-GP)-এর মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হলেও বর্তমানে উক্ত ৪টি সহ মোট ১৮টি সংস্থায় এ কার্যক্রম চলছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে-এর প্রসার ঘটবে। e-GP-এর আওতায় টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ যথা- টেন্ডার আহ্বান, দাখিল, মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২৬.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কক্ষে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য শেয়ারিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রত্যেক কর্মকর্তার নামে ও প্রতিটি শাখায় ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ওয়েবসাইটে নিয়মিত উপস্থাপন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা নিয়মিত মনিটরিং-এর মাধ্যমে শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন, পেনশনযোগ্য কেইস শতভাগ নিষ্পত্তি ও দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন না থাকার মত অর্জনগুলো সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন সংগ্রহ করা হয়। দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য/অধ্যাপকগণকে আহ্বায়ক এবং অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপককে সদস্য করে ০৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি, প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই/বাছাই করে এবং আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে একটি মেধাক্রম তালিকা প্রস্তুত করে ফেলোশিপের জন্য সুপারিশ করেন। একই প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও অনুদান প্রদান করায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চত করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বিসিএসআইআর-এর ওয়ান-স্টপ সেবা প্রদান কেন্দ্র 'এ্যানালিটিক্যাল সার্ভিস সেল' নামে একটি সেবাদান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পণ্য, খাদ্য সামগ্রী বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। ফলে সেবা গ্রহীতাগণ এক জায়গা থেকে সকল সেবা পাচ্ছেন। এতে সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

২৬.১। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

দর্শকদের সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ সরকারি ছুটির দিনগুলিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্রদর্শনীগুলি চালু রাখা হয়। এতে ছুটির দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী 'মিউজু বাস' ঢাকার বাইরে প্রেরণ করে সকল অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী' পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষক, পেশাজীবী ও নবীন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা আহ্বান করা হয়। এ পত্রিকার মাধ্যমে নবীন লেখকরা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে লিখতে উৎসাহিত হচ্ছে। একই সঙ্গে পাঠকের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটছে।

২৭.০ বিদ্যুৎ বিভাগ

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করেছে। অন্যান্য বিতরণ সংস্থা এ লক্ষ্যে কাজ করছে এবং অচিরেই তা বাস্তবায়িত হবে। সম্প্রতি বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থা অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা চালু করেছে। ডেসকো ইতোমধ্যে তার আওতাধীন সমগ্র এলাকায় ব্যবস্থাটি চালু করেছে। অন্যান্য ইউটিলিটি সংস্থাগুলিও সীমিত পরিসরে এটি চালু করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন।

বিদ্যুৎ খাতের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থাসমূহে প্রায়ই জনবল নিয়োগ করতে হয়। হাজার হাজার প্রার্থীর আবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ এবং তা বাছাই করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এতে সময়ও বেশি লাগে। এ সকল দিক বিবেচনা করে বিদ্যুৎ বিভাগ অনলাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি সংস্থার প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসে বসেই সভা করতে পারবেন। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিল এবং এ জন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্তের অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ তথ্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয় না বলে সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থাসমূহের স্টোর ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টোরে কোটি কোটি টাকার মালামাল মওজুদ করতে হয় এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে হয়। এ লক্ষ্যে সকল সংস্থায় কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সরকারি অফিসে ক্রয় একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সরকারি কেনাকাটার জন্য বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। এই টেন্ডারিং ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ-এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে চলতি বছর পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা সমগ্র বিদ্যুৎ খাতে চালু হলে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে।

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ প্রক্রিয়াকে ঝামেলামুক্ত করা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতি চালু করা হলে একদিকে যেমন পূর্বেই বিদ্যুৎ ক্রয় করে এর সেবা গ্রহণ করতে হবে, অপরদিকে মিটারগুলোতে দূরনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকার ফলে ফলে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে লোড নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং-এর ক্ষেত্রে গ্রাহক ভোগান্তি কমবে। এই প্রথম বিদ্যুৎ বিভাগে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সকল সংস্থার মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এমওইউ স্বাক্ষরের পর লক্ষ্য করা গেছে যে, সকল সংস্থায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও পরিমাপ করার ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

সামগ্রিক দাপ্তরিক কাজকর্মে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় একটি উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ হিসাবে performance audit সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে performance audit কাজ করে থাকে। performance audit কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং কর্মতৎপরতা সমৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

২৮.০ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

২৮.১। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ সূচিতে প্রথমবারের মত ইংরেজির পাশাপাশি 3rd Language হিসাবে আরবী ও ফ্রেঞ্চ ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউট কর্তৃক জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীগণকে প্রথমবারের মত Hospitality Management-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৮.২। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লব্ধ জ্ঞান পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘসূত্রতা ছাড়াই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মডেলে (একই দিনে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ এবং অব্যবহিত পরের দিন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ ও নিয়োগপত্র প্রদান) সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মেধাবী প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপন, বাগান সৃজন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করা হয়।

২৮.৩। হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে প্রতি মাসে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গত মাসের কার্যাবলি পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তী মাসে করণীয় সম্পর্কে দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজের দক্ষতা ও নৈতিকতা মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন সভার আয়োজন করা হয় এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক সভায় এক জন করে সর্বোত্তম কর্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয় এবং বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২৯.০ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানিকারকদের সমস্যা সমাধানে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ, রপ্তানি পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়নে কারিগরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে কতিপয় পণ্যে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। রপ্তানি সংশ্লিষ্ট নিয়ম/পদ্ধতির পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণমূলক ও উৎসাহ প্রদানকারী পণ্যের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি তিন বছর পর পর রপ্তানি নীতি প্রণীত হয়ে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে হালনাগাদ রেখে এ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২৯.১। যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়

২০০৯ সন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে কোম্পানীর নামের ছাড়পত্র প্রদান, ২০১০ সন থেকে অনলাইনে সকল প্রকার দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান, অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ফি ও পে-অর্ডার গ্রহণ এবং ২০১১ সন থেকে সার্টিফাইড কপির জন্য বিবিধ বিষয়ে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে

সেবা গ্রহণকারীদের জন্য help desk চালু করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য National Board of Revenue (NBR) এবং Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI)-এর সঙ্গে পৃথক ২টি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আগে আসলে আগে পাবেন (first come, first serve) পদ্ধতি অনুসরণে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২৯.২। আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে আমদানিকারকদেরকে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আমদানি ও রপ্তানি অধিদপ্তরে আগত সেবা প্রার্থীদেরকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে আগত সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর এক ঘন্টার মধ্যে আইআরসি, ইআরসি সনদসহ সকল প্রকার নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন করা হচ্ছে।

২৯.৩। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

দৈনিক খুচরা ও পাইকারী বাজারদর ওয়েবসাইটে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২৯.৪। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর সকল সদস্য-রাষ্ট্র এবং SAFTA, APTA, BIMSTEC ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থাভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য নয় কিন্তু বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে গুরুত্ব রাখে, এমন রাষ্ট্রসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বের ১৬১-টি দেশের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি World Trade Directory-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। World Trade Directory-তে একটি দেশের মানচিত্র, সংক্ষিপ্ত ভূ-রাজনৈতিক তথ্য, সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক তথ্য যথা- মাথাপিছু আয়, জিডিপির খাতওয়ারি বন্টন ইত্যাদি, বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা- এমএফএন ট্যারিফ, আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ, পাঁচ বছরের আমদানি-রপ্তানি তথ্য, প্রধান আমদানি-রপ্তানি পণ্য ইত্যাদি, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা- বাংলাদেশের পাঁচ বছরের আমদানি-রপ্তানি তথ্য, প্রধান আমদানি-রপ্তানি পণ্য, বাংলাদেশের পণ্যের ওপর প্রযোজ্য শুল্কহার, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। এসব তথ্য বিভিন্ন পেশাভিত্তিক

শ্রেণি যথা- নীতি নির্ধারক, বিভিন্ন বাণিজ্য চেম্বার ও প্রতিষ্ঠান, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজন ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন। কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজের বাইরে কাজটি সম্পাদন করেছেন এবং কমিশনের এ উদ্যোগটি বিভিন্ন সময়ে প্রশংসিতও হয়েছে। নিয়মিত কাজের বাইরে কমিশন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর পর্যবেক্ষণের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য, আমদানি তথ্য, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহের তথ্য এবং এতদ্‌বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মূল্য ও সরবরাহ সম্পর্কে ভবিষ্যত প্রাক্কলন সরকারকে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করে থাকে।

৩০.০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সরকারি দপ্তরসমূহে প্রচলিত পদ্ধতিতে নথি উপস্থাপনের পরিবর্তে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য বিষয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সার-সংক্ষেপে নোটসহ কেবল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের সার-সংক্ষেপ সহজে বোধগম্য, বহনযোগ্য এবং শোভন হয়। ফলে মাননীয় মন্ত্রী কেবল সার-সংক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করে স্বল্প সময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন এবং অন্যান্য কাজে সময় দিতে পারেন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে জারিকৃত সকল পত্রের অনুলিপি বিভাগের সচিবের অবগতির জন্য প্রদান করা হয়। এতে নথিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে তিনি অবগত থাকতে পারেন। এ ছাড়া, যে সকল নথি সচিবের নিম্ন-পর্যায়ে নিষ্পত্তি হয়, সেগুলোর সিদ্ধান্তের বিষয়েও তিনি অবগত থাকতে পারেন। প্রয়োজন হলে সচিব দ্রুত যে কোন পত্রের বিষয়ে তাঁর মতামত/পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে জানাতে পারেন। নির্ভুলভাবে ও যথাসময়ে কার্যাদি সম্পাদনে বিষয়টি সহায়ক হয়ে থাকে।

৩১.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতার জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল দরপত্র, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও ভর্তি বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা/সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হওয়ায় জনগণ উপকৃত হচ্ছে। উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করে অডিট শাখাকে অধিশাখায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এ অধিশাখার দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া, মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে।

৩১.১। পাট অধিদপ্তর

পাট অধিদপ্তর পাট ব্যবসায়ীদের সাথে সেবার মনোভাব ও শিষ্টাচার বজায় রেখে কাস্টমার কেয়ার করে আসছে। ভেজা পাট ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে বিভিন্ন হাট-বাজারে পাট ব্যবসায়ীদের সাথে ভেজা পাট ক্রয়-বিক্রয়ের সুফল ও কুফল সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করে ব্যবসায়ীদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাট ব্যবসায়ীগণ যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পাট ব্যবসায় কোন অসাধুতার আশ্রয় না নেন, সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের মাধ্যমে কাউন্সেলিং করা হয়ে থাকে। প্রান্তিক চাষীগণ যাতে অল্প জমিতে অধিক পরিমানে পাট উৎপাদন করতে পারে এবং উন্নত পাটবীজসহ পাট আঁশের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে, সে জন্য উন্নত পাট পচন পদ্ধতির ওপর চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সততা, নারীর ক্ষমতায়ন, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ধুমপান মুক্ত পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রায়শই ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৩১.২। বস্ত্র দপ্তর

শিল্পের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের কাজের সুবিধার্থে যে কোন আবেদন গ্রহণ করার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। স্বল্পতম ও দ্রুত সময়ে সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রতিটি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ এবং অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানের জবাব প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩১.৩। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল-এ যাওয়ার এক বৎসর পূর্বেই তাদের বিভিন্ন মিল/কর্মস্থলে কর্মকালীন সময়ের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক যাচাই-বাছাই করে দেনা-পাওনার বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পিআরএল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চাকরির আর্থিক সুবিধাদি পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

৩১.৪। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত শুমারী ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান মোট ৫,০৫,৫৫৬টি তাঁতের মধ্যে ১,৯২,৩১১টি তাঁত চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ ছিল। এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত ৩৭,৯৪৫ জন তাঁতীকে ৪৮,০৯৭টি তাঁতের অনুকূলে ৫৪৬৫.৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৪৮,০৯৭টি অচল তাঁত সচল করে প্রায় ১.৩৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান এবং প্রায় ১৬৩৩.৩৭ লক্ষ মিটার কাপড় অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে সকলে টিমওয়ার্কের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। বিভাগীয় যে কোন কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করা হয়, যাতে সকলেই সব ধরণের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে এবং কারও অনুপস্থিতিতে কার্য-সম্পাদনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

৩১.৫। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

কৃষকগণ যাতে দেশের যে কোন অঞ্চলের তাৎক্ষণিক পাটের দাম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, সেজন্য মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে তা জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেএমসির সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আধুনিকীকরণের অংশ হিসাবে প্রতিটি বিভাগকে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। পাট ক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য পাটক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়েছে। বিজেএমসির ওয়েবসাইট আপডেট করা হয়েছে। নথিপত্র ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। বিজেএমসি পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন করছে। বিজেএমসি ও তার আওতাধীন মিলসমূহের কর্মপরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ফ্যাসিলিটি, মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া, বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের দপ্তরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে অফিসকে আরও কর্মবান্ধবমুখী করা হয়েছে। বিজেএমসি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিজেএমসির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় কিংবা অবসরোত্তর মৃত্যুবরণ করলে বিজেএমসির পক্ষ থেকে শোকবার্তা প্রেরণসহ মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। বিজেএমসির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শারিরীক ও মানসিক ফিটনেস ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় "টিম বিজেএমসি" নামে একটি ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে। বিজেএমসি খেলাধুলায় বিশেষ অবদান রাখছে এবং জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ ছাড়া, এ সংস্থাটি ৮ম বাংলাদেশ গেমস্-এ অংশগ্রহণ করে ৩৬টি স্বর্ণ, ৪৮টি রৌপ্য ও ৩০টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।

৩২.০ ভূমি মন্ত্রণালয়

খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ৪৬টি পরিবারের মধ্যে খাসজমি বিতরণের টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ১,২৭,০৪৭ (এক লক্ষ সাতাশ হাজার সাতচল্লিশ) টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৬২,২০১.০৬ (বাষট্টি হাজার দুইশত এক দশমিক শূন্য ছয়) একর কৃষি খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের নামে জমির কবুলিয়ত সম্পাদন করা হচ্ছে এবং এর ফলে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

ইতঃপূর্বে জেলার রেকর্ড রুম হতে রেকর্ড সরবরাহের ক্ষেত্রে জনগণকে অনেক হয়রানীর শিকার হতে হতো। দীর্ঘ সময়েও জনগণ জেলার রেকর্ড রুম হতে রেকর্ড সংগ্রহ করতে সক্ষম হতেন না। এ সমস্যা সমাধনকল্পে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট সকল জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত সিএস, এসএ ও আরএস জরিপে প্রণীত খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ ও জনগণের মধ্যে দ্রুত সরবরাহের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'computerization of existing mouza maps and khatian project' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চার কোটি আটান্ন লক্ষ খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে এবং সেগুলি জনগণের চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম হতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ভূমির ব্যবহারভিত্তিক এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে ল্যান্ড জোনিং-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ল্যান্ড জোনিং ও ম্যাপ প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ল্যান্ড জোনিং-এর মাধ্যমে কৃষি জমি সুরক্ষার লক্ষ্যে 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের পর ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩২.১। ভূমি সংস্কার বোর্ড

প্রথাগতভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বোর্ডে পত্র প্রেরণ করতেন। গত ২০০৯ সাল থেকে তাঁরা সরাসরি ভূমি সংস্কার বোর্ডে পত্র প্রেরণ করছেন। এতে কালক্ষেপণ অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এ বোর্ডে কর্মরত সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কৃতী সন্তানদের সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

৩৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য ১৬টি broad thematic area নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন: সুশাসন, সরকারি ক্রয়, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি। বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত broad thematic area-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত কর্মকৌশল অনুসরণ করে থাকেনঃ

ক. ওয়েবসাইট, লাইব্রেরি ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ;
খ. নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সময় সময় দলীয় আলোচনা;
গ. মাসিক সমন্বয় সভায় বিভিন্ন দল কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপন;
ঘ. নির্বাচিত বিষয়ে একক/দলীয় প্রতিবেদন/নিবন্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়াবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন আইন/নীতিমালা/কৌশলপত্র/প্রকল্প-দলিলের খসড়া সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত চাওয়া হলে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা সে সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক দলের মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন সভা/কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট broad thematic area-এর আওতাধীন কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন প্রদানের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে উদ্বুদ্ধকরন এবং সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগভিত্তিক ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সকল অনুবিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, অসম্পন্ন কার্যাবলি দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, অনুবিভাগভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মমূল্যায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, যা দাপ্তরিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিসভার জন্য প্রেরিত সারসংক্ষেপে পরিদৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করে সেগুলি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে চেকলিস্ট আকারে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি নির্ধারণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সচিবগণের উপস্থিতি; বৈঠকের ফোল্ডার প্রেরণের পর সকল মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সচিবগণের উপস্থিতির বিষয়ে তথ্য জানার জন্য মোবাইলে গ্রুপভিত্তিক এসএমএস-এর মাধ্যমে সকল মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব-এর একান্ত সচিবগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত in-house training/on-the-job training কর্মসূচির আলোকে নবযোগদানকারী সহকারী কমিশনারগণকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং জেলা ও উপজেলার অন্যান্য দপ্তরে সংযুক্তি প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে এ কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়। এতে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণ চাকরি জীবনের শুরুতেই নিজ পেশা এবং মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন আইন, বিধি ও নির্দেশনাবলি হালনাগাদ করে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখায় সংরক্ষণ করা হয় এবং সংশোধনীসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা থেকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে সময়ানুক্রমে (chronologically) সংরক্ষণ করা হয়; ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সহজেই বের করা সম্ভব হয়। এসকল প্রজ্ঞাপন বিভিন্ন কার্য নিষ্পত্তিতে সহায়ক নজির (precedents) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ই-মেইল ব্যবহার করা হয়। জারিকৃত পত্রাবলি পিডিএফ আকারে ই-মেইলে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোনে যোগাযোগ করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। অন্যান্য দপ্তরকেও এ শাখায় ই-মেইলে পত্র প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। শাখার ই-মেইল একাউন্ট প্রতিদিন একাধিকবার পরীক্ষা করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ করে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণকে সরকারের গৃহীত নীতি, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে দিক্-নির্দেশনা প্রদান করছে। এতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি, মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যকর সমন্বয় সাধন এবং অধিকতর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' একটি পদ্ধতিগত আইন। ২০০৯ সালে আইনটি প্রণীত হলেও এ আইনের ব্যাখ্যা সংবলিত কোন সহায়ক পুস্তক ছিল না। বিচার-প্রক্রিয়া প্রয়োগসিদ্ধ উপায়ে এবং নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাখ্যা সংবলিত একটি নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে বিবেচনায় মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা প্রণীত হওয়ায় এ আইন প্রয়োগকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। নির্দেশিকাটি ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে।

মাসিক সেবাদানের ভিত্তিতে NESS (National e-service System) ও UISC (Union Information Service Centre) কার্যক্রমের ওপর প্রতিমাসে একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী জেলাসমূহকে প্রণোদনা হিসাবে অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) কর্তৃক প্রশংসামূলক ই-মেইল প্রেরণ করা হয়। এতে জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে এক্ষেত্রে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জারি করা হয়। এ লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের গ্রুপ মেইল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ গ্রুপ মেইলে নোটিশ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, মতামত, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট দ্রুত সকলের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। মাসিক সমন্বয় সভাকে in-house training-এর একটি ফোরাম হিসাবেও কাজে লাগানো হয়।

Information Exchange Management System (IMES) সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে forthnightly confidential report (FCR) নিয়মিতভাবে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে জেলা হতে নিরাপদ উপায়ে দ্রুত প্রতিবেদন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং মাঠ প্রশাসন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যকরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৪.০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সেক্টরে বর্তমানে ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবানের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা, অভয়াশ্রম স্থাপন, প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৎস্যজীবিদের নিবন্ধন আইডি কার্ড প্রদান, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল-নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এর ফলে মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধসহ প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি খামারে ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক যেমন-নাইট্রোফিউরান ও ক্লোরামফেনিকল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, হরমোন ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মতো দেশে 'শুভ্রা' নামক একটি বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিম পাড়া মুরগির জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে একটি উন্নত জাতের proven bull ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এ উন্নত প্রজাতির ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে গাভীর প্রজননের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৩৫.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে 'ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)' স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা, মানসিক ও সামজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হচ্ছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগামের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে 'ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টারে হেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে। এই সেন্টারটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং হালনাগাদ অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা সমৃদ্ধ। এই হেল্পলাইন সেন্টার যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে দেশের ৪০টি জেলা ও ২০টি উপজেলায় মোট ৬০টি 'ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল' স্থাপন করা হয়েছে। সেলসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে যোগসুত্র স্থাপন করে থাকে।

৩৬.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস' প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাগণ যে ডেস্কে সাময়িক সনদ প্রাপ্তির আবেদন জমা দেন, একটি নির্ধারিত সময়ের পর সেই ডেস্ক থেকেই সাময়িক সনদ উত্তোলন করতে পারেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তম সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে ০২টি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে আগত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে তাঁদের সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন আবেদন হেল্প-ডেস্ক-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে 'মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ তৈরি এবং গণউদ্বুদ্ধকরণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সনদ গ্রহণ করেছেন (রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত) অথবা যে সকল মুক্তিযোদ্ধার নাম মুক্তিবার্তার চূড়ান্ত তালিকায় (লাল বই) প্রকাশিত হয়েছে অথবা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গেজেটভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ডাটাবেজ-এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উক্ত ডাটাবেজ তৈরি করার পর সকল মুক্তিযোদ্ধাকে নিরাপত্তা বৈশিষ্টমূলক চিহ্ন সংবলিত স্থায়ী সনদপত্র প্রদান করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৭.০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সেবা প্রত্যাশীদেরকে, সংশ্লিষ্ট অফিসের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী, সুবিধা প্রদানে আরও দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত যে কোন প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা, পরিপত্র ও আদেশসমূহ অতিদ্রুত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য প্রচার করা হচ্ছে। অফিস ত্যাগের পূর্বে বিদ্যুতের সুইচ ও পানির কল নিয়মিত বন্ধ করা হয়ে থাকে।

৩৭.১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণসহ যাচাই-বাছাই করে মনোনয়ন ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত যুব সমাজকে আইটি জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য সুসজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব সমৃদ্ধ মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩৭.২। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) একটি বিধিবদ্ধ সরকারি আবাসিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে। বিশেষ করে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগণ ছেলে-মেয়েদেরকে নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আদর্শ খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তুলছেন। ছেলে-মেয়েরা তাদের সহকর্মী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ কেমন হবে, সে ব্যাপারে শিক্ষক-প্রশিক্ষকগণ অত্যন্ত সুন্দর বাচনভঙ্গিতে তাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

৩৭.৩। ক্রীড়া পরিদপ্তর

বর্তমান সরকার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্রীড়া পরিদপ্তরের কম্পিউটার সেকশনে একটি কম্পিউটারে সকল ডাটা কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত কম্পিউটারের সঙ্গে সকল কম্পিউটারের আন্তঃসংযোগ অর্থাৎ local area network (LAN) স্থাপনের মাধ্যমে ক্রীড়া পরিদপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সকল তথ্য ব্যবহার করতে পারছেন। অন্যদিকে স্বল্প খরচে একটি মাত্র ইন্টারনেট সংযোগকে অফিসের সকলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করছে। ফলে দ্রুত কার্য সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত অবাধ তথ্য প্রবাহ থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছেন।

৩৮.০ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানে কম্পিউটারাইজড নেটওর্য়াকিং (Local Area Networking) অনুসরণ করা হচ্ছে। বঙ্গভবনে আগত দর্শনার্থীদের দ্রুত প্রবেশপত্র প্রদানের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি (Visitor Management System) অনুসরণ করা হচ্ছে।

৩৯.০ রেলপথ মন্ত্রণালয়

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে ঘরে বসে মানুষ টিকেট ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে। এ পদ্ধতি ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতাদের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। Interactive Voice Response (IVR)-এর মাধ্যমে যাত্রী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে Train Tracking & Monitoring System (TTMS) প্রবর্তন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যাত্রী সাধারণগণ মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে ট্রেন ছাড়ার সঠিক সময়, ট্রেন বিলম্ব হবে কিনা, ইত্যাদি তথ্যাদি জানতে পারছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে কমলাপুর - ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং খুলনা এই ০৬ (ছয়) টি বৃহৎ স্টেশনে অনলাইন যাত্রী সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে অনলাইন সেবা চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪০.০ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে বিদ্যমান আইনসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এর ফলে আইনের ব্যবহারকারীগণ সহজেই সর্বশেষ হালনাগাদকৃত আইনসমূহ ব্যবহার করতে পারছেন। আইনের খসড়া ভেটিং করার সময় বিলের কপি এ বিভাগের আইসিটি সেলে সংরক্ষণ করা হয় এবং বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আইন দ্রুত ওয়েবসাইটে আপলোড বা ক্ষেত্রমত, হালনাগাদ করে আপলোড করা হয়। এতে আইনের ব্যবহারকারীগণ কোন বিল জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর গেজেটে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর কপি এ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮-এর নির্দেশ নং ৮০-তে নথি বা কাগজপত্রের তুলনামূলক গুরুত্ব ইঙ্গিত করার জন্য "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার', 'অবিলম্বে' এবং 'জরুরি' শব্দ মুদ্রিত রঙ্গিন স্লিপ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি যে সকল নথি তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ 'অদ্যই নিষ্পত্তিযোগ্য' ট্যাগ নথির সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকেন, যা গুরুত্ব অনুসারে সচিব মহোদয়, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক দ্রুত নথি নিষ্পত্তিতে সহায়ক হয়।

৪১.০ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮,০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটে, একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটে এবং নেকটারে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক, প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি resource pool তৈরি করা হয়েছে। এ resource pool দ্বারা প্রায় ১৮,২৭০ জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও-র আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি সহজীকরণের জন্য ০১লা জুলাই, ২০১৩ তারিখ হতে প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট ভিত্তিতে রংপুর জোনের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও কার্যক্রম online MPO processing module ব্যবহার করে অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ অনলাইনে সকল সংযুক্তিসহ আবেদন পেশ করতে পারবেন এবং প্রক্রিয়াকরণে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন। online MPO processing module ব্যবহার করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এমপিও আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি মনিটর করতে পারবেন। এতে এমপিও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রথা চালু করায় ভর্তি কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ফল প্রকাশ করেন। অনলাইন ও এসএমএস-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার ফল খুব সহজেই ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছে। ওয়েব-মেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফল প্রতিষ্ঠানে বসেই পেয়ে যাচ্ছে। এখন ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়া paperless হয়ে গেছে। তা ছাড়া শিক্ষক নিবন্ধন, বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কল্যাণ ও পেনশন প্রদান এবং জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ করার প্রথা (eFF-on line form fill-up) চালু করা হয়েছে। electronic teachers information form অনলাইনে পূরণের মাধ্যমে শিক্ষক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এর ফলে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক, মডারেটর নিয়োগ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এই তথ্যের ভিত্তিতেই সম্মানী/বিল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে ইউনিক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরই পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া, EIIN-ভিত্তিক e-mail ঠিকানা তৈরির মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ইউনিক পরিচিতি নম্বর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সেবাগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করতে পারছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইলেক্ট্রনিক ভর্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ডাটা সরবরাহ করা হচ্ছে।

অনন্যসাধারণ মেধা (extraordinary talent) অন্বেষণ এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা-বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা, ২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা, ২০১৩-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃজন ও মননশীলতা চর্চার সুযোগ পাবে, যা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেধাবী সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসবে, যা তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০১০ শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন এনসিটিবি-এর ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd)-এ আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীতে 'এ টু আই প্রোগ্রাম' ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য e-book-এ কনভার্ট করে ওয়েবসাইটে (www.ebook.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসাবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্কুল-সময়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বিটিভি'র মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

৪২.০ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক online trade union registration system; online factory license issue and renew system এবং digital file number চালু করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় LAN ও Internet-এর সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। e-file system ও automation সংক্রান্ত software, server-এ install করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ও সচিব মহোদয়ের কক্ষে ওয়াই-ফাই স্থাপন করা হয়েছে । ঢাকা শহরের যানজট সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য ঢাকা শহরকে ০৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করে অঞ্চলভিত্তিক দোকান-পাট সপ্তাহে একদিন ভিন্ন ভিন্ন দিবসে, বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে।

৪৩.০ শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণ অধীনস্থ শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে সপ্তাহে একদিন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা, পরিপত্র এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে টিমবিল্ডিং-এর মাধ্যমে কর্ম-সম্পাদনে আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্রুত নথি নিষ্পত্তি ও কাজের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় যে সব নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করছে, তা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে 'শিল্প বার্তা' শিরোনামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। শিল্প বার্তায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া, শিল্প সংক্রান্ত বেসরকারি উদ্যোগ, গবেষণা ও সাফল্য শিল্প বার্তায় প্রকাশনার জন্য স্বাগত জানানো হয়।

৪৪.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪৪.১। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পুরাকীর্তি পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেয়ায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে পুরাকীর্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারছে এবং তারা ঐতিহ্য সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠছে। তা ছাড়া, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবার কর্তৃক প্রত্নস্থল পরিদর্শনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

৪৪.২। আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ জাতীয় গন্থাগারে ISBN নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। ফলে লেখক ও প্রকাশকদের আবেদন করার দুই ঘন্টার মধ্যে ISBN সেবা প্রদান করা হয়।

৪৪.৩। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কয়েকটি শাখায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের বিষয়ে অফিস কর্ম শুরু হওয়ার পূর্বে ৫ থেকে ১০ মিনিট সময়ে নৈতিকতা, সদাচরণ ও কর্তব্য পালন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

৪৫.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অটিজম সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'আমরা করবো জয়' শিরোনামে ২০১৩ থেকে একটি মাসিক পত্রিকা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাইন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 'প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা, সঠিক সংখ্যা নির্ণয় ও ডাটাবেজ প্রস্তুতের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমান 'ওয়ান-স্টপ-থেরাপি সার্ভিস' চালু করা হয়েছে। এ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজ্যুয়াল টেস্ট কাউন্সিলের সহায়ক উপকরণ দেওয়া হয়ে থাকে।

৪৬.০ সড়ক বিভাগ

সড়ক বিভাগে প্রথম বারের মত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক; জেলা সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যসহ ২১টি স্থায়ী মনিটরিং টিম ২০১২ সালে গঠন করা হয়। সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ ভ্রমণসূচি দিয়ে অথবা আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনের নিরিখে তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনদুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।

কার্যবিধিমালা-১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও জনমনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সড়ক বিভাগে নতুন আঙ্গিকে একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগদ করা হয় এবং এতে পারস্পারিক তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ রয়েছে। ফলে যে কেউ ছবিসহ মতামত প্রদান করতে পারেন এবং তদ্প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কেও দ্রুত অবহিত হতে পারেন। সামাজিক যোগযোগে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি সড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন কর্তৃপক্ষ/অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও একটি টিম হিসাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কাজে positive synergy সৃষ্টি হয়েছে।

৪৭.০ সেতু বিভাগ

৪৭.১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কালেকশনসহ সেতুর health monitoring করে থাকে। টোল কালেকশন প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহনকে ই-টিকেট প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি চালু হওয়ায় যানবাহন হতে টোল কালেকশনের ক্ষেত্রে যেমন

সময় কম লাগছে, তেমনি শতভাগ স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে সেতু ভবনে বসেই রিমোট সার্ভিলেন্স পদ্ধতিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল মনিটরিং করা হয়ে থাকে। পদ্মা বহুমুখী সেতু বাস্তবায়নকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সুবিধার্থে স্থানীয় প্রকল্প এলাকায় এবং প্রধান কার্যালয়ে মোট ২টি grievance-reddress committee গঠন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও আবেদন উক্ত কমিটির নিকট অনলাইনে পেশ করতে পারে। বর্ণিত কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করে আসছে। তবে সমস্যার সমাধান না হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আপীল কমিটির নিকট আবেদন করতে পারেন।

সেতু বিভাগ এবং সেতু বিভাগাধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে grievance বা অভিযোগ অপশন রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী সংস্থা ও জনসাধারণের অভিযোগ/মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত এ সমস্ত বিভিন্ন অভিযোগের তাৎক্ষণিক জবাব অনলাইনে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সচেষ্ট রয়েছেন।

৪৮.০ স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪৮.১। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জিওবি-ইউনিসেফ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রায় পনের লক্ষাধিক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রাপ্তির জন্য দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইনের ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়েছে, যা বিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪৮.২। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

সারা দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ গতিশীল এবং কার্যকর করতে এলজিইডি'র ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ও জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম ইউনিট-ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এরই অংশ হিসাবে প্রযুক্তি মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলা সড়কসমূহের তথ্য হালনাগাদপূর্বক উপজেলা ম্যাপসমূহ ইতোমধ্যে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা জনসাধারণ কর্তৃক সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

যথোপযুক্ত এলাকায় রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সম্ভব হওয়ায় এরূপ কর্মসূচির প্রতি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর ব্যাপক আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এরূপ কর্মসূচি এলজিইডি'র নিয়মিত প্রোগ্রামে পরিণত হয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী বিশাল সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এলজিইডি একটি সড়ক নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ তৈরি করেছে। সড়কসমূহের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তৎপ্রেক্ষিতে যুক্তিযুক্ত অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সড়কের শ্রেণি, সড়কের উপরিভাগের প্রকৃতি, সড়কে যানবাহন চলাচল এবং সড়কসমূহের ভৌত অবস্থা সম্পর্কিত ডাটাবেজের বিভিন্ন তথ্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৪৮.৩। খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

সেবা প্রদান দ্রুত করার জন্য 'ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস' খোলা হয়েছে। অফিস চলাকালীন যে কোন গ্রাহক যে কোন অনুসন্ধানের জন্য 'ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস' এ যোগাযোগ করতে পারেন এবং পানি সরবরাহে সমস্যা গোচরীভূত হলে তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারেন।

৪৮.৪। রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকল্পে গরীব ও দুস্থ মানুষের জন্য রাস্তার ধারে ট্যাপকল বসানো হয়েছে, যা থেকে নগরবাসী বিনামূল্যে পানি সরবরাহ পেয়ে থাকে।

৪৮.৫। চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির বিল পরিশোধের লক্ষ্যে বিল পে সিস্টেম, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে জারির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪৯.০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাসপোর্ট অফিসের সঙ্গে এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা-এর অনলাইন কানেকটিভিটি (online connectivity) স্থাপন করা হয়েছে। পাসপোর্ট অফিসের ভিসা বর্ধিতকরণ বিষয়ে তথ্য, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণের জন্য পুনঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। Machine Readable Passport (MRP) ডাটাবেজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন প্রায় সমাপ্তির পথে। এ ছাড়া, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ-এর NID (National ID) ইমিগ্রেশন সফট্ওয়্যারে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ-এর সঙ্গে একটি চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সারাদেশে ২৬টি চেকপোস্টে জাল পাসপোর্ট, ভিসাসহ মানব পাচারের মত জঘন্য অপরাধ উদ্‌ঘাটনের জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহ এবং বেনাপোল চেকপোস্টের সঙ্গে অনলাইন কানেকটিভিটি এবং সফট্ওয়্যার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে বিজিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিজিবি'র সদর দপ্তর হতে ফাইবার অপটিক্যাল এবং রেডিও লিংক-এর মাধ্যমে মোট ০৮টি সেক্টরে 256 Kbps DDN (Digital Data Network) সংযোগ স্থাপন করে বিজিবি'র নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

নারীদের অধিকার সংরক্ষণে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নির্যাতন, হয়রানী এবং ইভটিজিং রোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইভটিজিং প্রতিরোধের জন্য সকল পর্যায়ের আইন-শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিসহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস, প্রতিটি জেলা শহরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন, মহিলা কারাগার নির্মাণ, মহিলা পুলিশ, মহিলা আনসার, মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক আবাসন এবং বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী অধিকার এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০১২-২০১৩ সনের জন্য protection and enforcement of women rights নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ১০টি থানায় এবং ৪টি জেলার (জামালপুর-৮, পটুয়াখালী-৮, কক্সবাজার-৮, সিলেট-১২) ৩৬ টি থানায় জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঐ থানা এলাকায় জেন্ডার বিষয়ক মামলাগুলি মনিটর ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নারীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের ওপর যে কোন সহিংসতা, নির্যাতনের তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ ও ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি women help desk এবং women monitoring cell গঠন করা হয়েছে। এ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি বর্তমানে অনেক সহজ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। ৫২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১ এপ্রিল ২০১০ হতে Machine Readable Passport (MRP) এবং Machine Readable Visa (MRV) প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের ৩২টি ও দেশের বাইরে ৬৫টি দূতাবাস থেকে এমআরপি ও এমআরভি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। MRP ও MRV প্রকল্পের সুবাদে বিদেশে বাংলাদেশি পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় ১০৮টি MRP Reader সংযোজন করা হয়েছে। বিমান বন্দর ও স্থল বন্দরে ২৫টি চেকপোষ্টের মাধ্যমে কোন জাল পাসপোর্ট, ভিসাসহ মানবপাচারের মত অপরাধের উদ্‌ঘাটনের জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে Technological Linkage Information Management System (TIMS) নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি শাখায় ডাটাবেজ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল শাখাকে নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। একটি কম্পিউটার ল্যাব (মাল্টিমিডিয়া সাপোর্টসহ) স্থাপন করা হয়েছে। এখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি নির্ভর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অসুস্থ, বৃদ্ধ, চলাচলে অক্ষম, গুরুতর অসুস্থ ও কারা বিধি অনুযায়ী লঘু অপারাধে দন্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোগ্য কারাবন্দীদের মুক্তি প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকার ২০০৯-২০১০ সালে মোট ১,১৬১ জন বন্দীকে কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করেছে। গত ৪ (চার) বছরে সর্বমোট ৩,১৯৯ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরে বর্তমানে এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা-৭৫টি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আইসিটি সেল ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে সীমান্তে যে কোন দুর্ঘটনা ও তথ্য ত্বরিৎ গতিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসাবে বিজিবি-এ সৈনিক ও অসামরিক পদে ভর্তির কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন এবং ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিজিবি-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটটি আরও বর্ধিত কলেবরে উন্নয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন রিজিয়ন/ সেক্টর/ইউনিট/বিজিবি স্থাপনা হতে প্রাপ্ত তথ্য সংযোজন করে উক্ত ওয়েবসাইটটি আরও তথ্য নির্ভর ও ব্যবহার বান্ধব করা হয়েছে। সীমান্তে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তথ্যাদি নিজস্ব ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে জনগণের নিকট সফলভাবে পৌঁছানো হচেছ। বর্তমানে বিজিবি-এ বিটিসিএল-এর নতুন সার্ভিস আধুনিক ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধাসহ ভিপিএন (Virtual Private Network) নেটওয়ার্ক চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিজিবি রাংগামাটি সেক্টরে ভিপিএন সুবিধার মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং, আইপি ফোন ও ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে (www.police.gov.bd) বিভিন্ন তথ্য ও অপরাধ পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন তথ্যাবলী এবং থানার অফিসার-ইন-চার্জ হতে শুরু করে অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগনের টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস দেওয়া আছে, যার মাধ্যমে জনগন প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল থানায় ইতোমধ্যে অনলাইনে জিডি গ্রহনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.police.gov.bd/www.dmp.gov.bd) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন থানায় জিডি এন্ট্রি করতে পারবেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে যানবাহন সংক্রান্ত মামলাসহ বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ 'ই-ট্রাফিক পুলিশ' ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। Crime Data Management System (CDMS) সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে। Ration management system software ব্যবহার করে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে রেশন প্রদান করা হয়েছে। সি-স্টোর ও ডি-স্টোর management software প্রাথমিকভাবে পাইলট ভিত্তিতে ৫টি ইউনিটে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যদের তথ্য Personnel Information Management System (PIMS) সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং Payroll Management System (PRMS) সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে পাইলট ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশের কয়েকটি ইউনিটে বেতন রোল তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তর ও জেলা পুলিশসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে LAN তৈরিকরত অভ্যন্তরীণ ডাটা ট্রান্সফার, ফাইল শেয়ারিংসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বিভিন্ন ইউনিটকে অবহিত করার জন্য পুলিশের নিজস্ব ই-মেইল সার্ভার স্থাপনকরত থানার অফিসার ইনচার্জ ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে ই-মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে। www.immi.gov.bd.ওয়েবসাইটের মাধ্যমে Online G Foreigner's Registration করা হচ্ছে এবং অনলাইনে police clearance certificate সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসীদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ সেল-এর মাধ্যমে এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল-এর মাধ্যমে Online-এ অভিযোগ দায়ের করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। www.immi.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে immigration service link থেকে বাংলাদেশে গমনাগমনকারী বিমানযাত্রীদের embarkation ও disembarkation card পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং www.police.gov.bd ও www.dmp.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন পুলিশি নির্দেশমালা প্রর্দশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পুলিশে নতুন ওয়েব-বেজড (www.bd.police-estate.com) সফট্ওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ পুলিশের স্থাপনার তথ্য, ছবি এবং জমি সংক্রান্ত তথ্য/রের্কড সংরক্ষিত রয়েছে। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোন স্থাপনার তথ্য মূহুর্তে দেখা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ পুলিশে গত ২০০৯-২০১২ সময়কালে নির্মিত মডেল থানায় সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ওয়ান-স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও ওয়ান-স্টপ পেনশন সার্ভিস প্রদান করেছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০৩/০৩/২০১৩ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে 'সিটিজেন সেফটি সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে টেলিফোন ও মোবাইল ফোন, ই-মেইল ও চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের ওপর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (BPWN) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিমের হটলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের অনুসন্ধান সাপেক্ষে সেবা প্রদান করে থাকে। ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন, ভিকটিম উদ্ধার ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঢাকা মহানগরীতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিযোগসমুহ দ্রুত নিস্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর এলাকার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে গত ১৫/৪/২০০৮ তারিখে 'প্রবাসী লিগ্যাল সার্ভিস সেল' খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগ আইনগতভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করা, অভিযোগ ফৌজদারি সংক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা রুজুসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

Stolen and Lost Travel Document (SLTD) Database থেকে পাসপোর্ট-এর তাৎক্ষণিক অবমুক্তির মাধ্যমে বিদেশে গমনাগমনকারী বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোগান্তি নিরসনকল্পে এতদসংক্রান্ত অনুরোধ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে NCB Dhaka-এর পক্ষ থেকে INTERPOL General Secretariat (IPGS)-এ পত্র প্রেরণ করা হয়। IPGS অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ দিনই অনুরোধকৃত পাসপোর্টগুলো SLTD Database থেকে অবমুক্ত করে থাকে। ফলে প্রকৃত পাসপোর্টধারী ব্যক্তি অবিলম্বে তার পাসপোর্ট ফেরৎ পান অথবা উক্ত পাসপোর্টের মাধ্যমে বিদেশে গমনাগমনে সক্ষম হন।

প্রতিটি সরকারি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের এমবিবিএস চিকিৎসক বিনামূল্যে সপ্তাহের ৭দিনই ২৪ ঘন্টাব্যাপী মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিচ্ছেন। জরুরি অবস্থায়, দুর্গম এলাকা থেকে বা গভীর রাতেও স্বাস্থ্য পরামর্শ পাওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মা ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মৃত্যুর হার কমানোর জন্য এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসূতি পরামর্শ প্রদান করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

উন্নত মানের টেলিমেডিসিন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ০৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। সরকারি ৮০০টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে এসএমএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ বা পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের ছুটি/প্রেষণ/লিয়েন অনুমোদন প্রথা চালু করা হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে দ্রুত কার্যকর ছুটি ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অনলাইনে এডিপির অগ্রগতি প্রেরণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে, এডিপি মনিটরিং সহজ হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্রয় ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা অনলাইন করা হয়েছে।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-৪৬৮২কম(সি-১)—১২৫০ বই, ২০১৪।